তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লৈঙ্গিক সমতা (Gender Equality) বিষয়ক ষান্মাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই–ডিসেম্বর ২০২৩)

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

১. ভূমিকা :

Gender Equality বা লিঙ্গ সমতা একটি মৌলিক নীতি যা মানবাধিকার এবং সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করে। এটি সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তি এবং যে কোনো সমাজে টেকসই উন্নয়নে ও অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালক। বর্তমান বিশ্বে আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতার গুরুত্ব অপরিসীম। ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Sustainable Development Goals ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে পঞ্চম অভীষ্টটি হলো লৈঙ্গিক সমতা। লৈঙ্গিক সমতার বৈশ্বিক তথ্য-উপাত্ত নিয়ে World Economic Forum কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত 'The Global Gender Gap Report' (২০২৩) অনুযায়ী বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯তম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ এবং কার্যকর লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চিত করা টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের আবশ্যিক সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ব্যাংকিং খাতও এর বাইরে নয়। শতভাগ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে আর্থিক খাতে অর্থাৎ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লৈঙ্গিক সমতা বিধান এবং Gender responsive আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণ জরুরি। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা ও প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে Gender Equality প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের Gender Equality পরিস্থিতি পর্যালোচনার নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যথাক্রমে ০১ ডিসেম্বর ২০১১ ও ১৩ জুন ২০১৩ তারিখে DOS সার্কুলার নং-০৫ ও GBCSRD সার্কুলার লেটার নং-০৩ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে GBCSRD সার্কুলার লেটার নং-০৯/২০১৫ এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যক্রমের আওতায় রাষ্ট্র স্বীকৃত তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে CSR ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অধিকন্তু, এসএফডি সার্কুলার-০১/২০১৭ এর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে কর্মরত/কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের জন্য দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। সর্বশেষ, ০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জারীকৃত এসএফডি সার্কুলার নং-০১ এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং Gender অসমতা দূরীকরণের প্রয়াসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি খাতে CSR ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে যা লৈঙ্গিক সমতা বিধানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে লৈঙ্গিক সমতা বিধান সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং দাখিলকৃত তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

২. ব্যাংকসমূহের Gender Equality বিষয়ক সূচক পর্যালোচনা :

২.১. তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা :

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিক শেষে ৬১টি তফসিলি ব্যাংকের Gender Equality বিষয়ক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনান্তে তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা ও তুলনামূলক অবস্থান ছক-১, চিত্র-১, চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এ প্রদর্শিত হলো:

ছক-১ : জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত জনবল

ব্যাংকের ধরণ	নারী (সংখ্যা)	পুরুষ (সংখ্যা)	মোট কর্মকর্তা/কর্মচারী	নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার (%)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (৬)	৮২০৬	৪২০৭৯	৫০২৮৫	১৬.৩১%
বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক (৩)	১৯১১	১১১২৮	১৩০৩৯	১৪.৬৬%
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক (৪৩)	২২২৪৮	১১৪০৬৭	১৩৬৩১৫	১৬.৩২%
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (৯)	৯৮১	৩০৭৬	৪০৫৭	২৪.১৮%
মোট (৬১)	৩৩৩৪৬	১৭০৩৫০	২০৩৬৯৬	১৬.৩৭%

- ছক-১ এবং চিত্র-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৪৩টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (২২২৪৮ জন) কর্মরত রয়েছেন, যা মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ১৬.৩২%।

- ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (৮২০৬ জন) কর্মরত রয়েছেন, যা মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ১৬.৩১%।

- ৯টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সবচেয়ে কম সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (৯৮১ জন) কর্মরত থাকলেও অন্যান্য ব্যাংকসমূহের তুলনায় বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার সবচেয়ে বেশি (২৪.১৮%)।

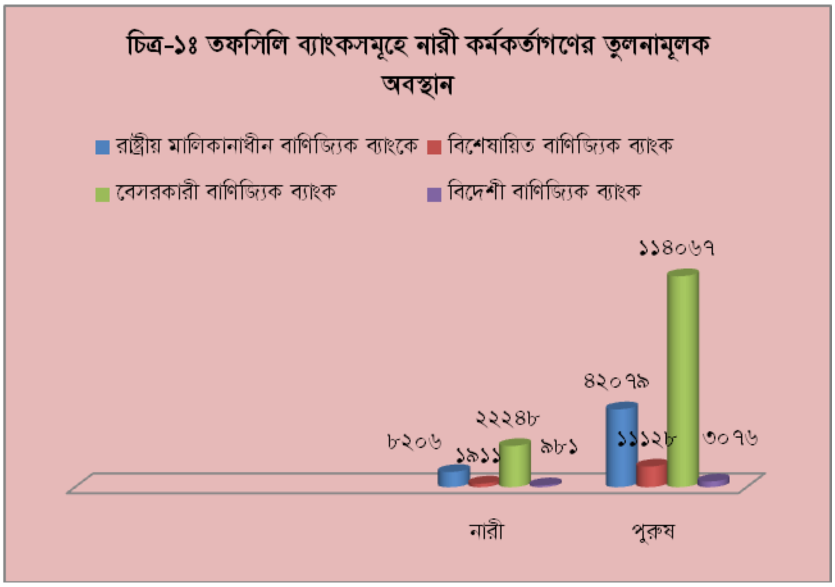

- অন্যদিকে, চিত্র-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে ৬১টি তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত মোট নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা ৩৩২৯৯ জন যার মধ্যে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২২২৪৮ জন (৬৬.৭২%) নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৮২০৬ জন, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (২৪.৬০%)।

- ৬১টি তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত মোট নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৩৪৬ ও ১৭০৩৫০ জন এবং নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার ১৬.৩৭%।

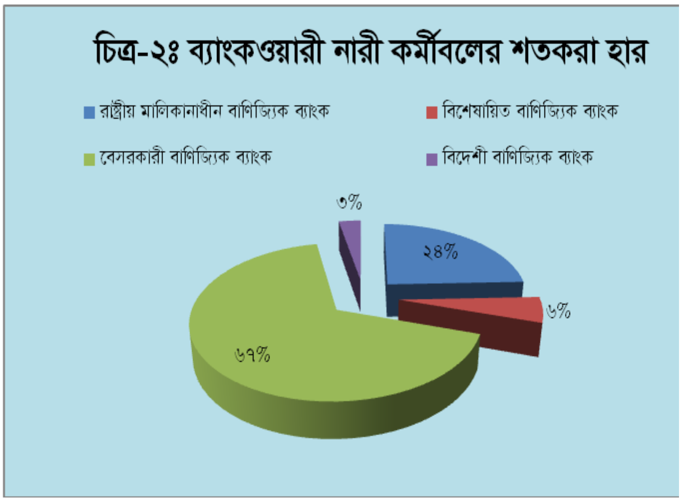

২.২. ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তুলনামূলক অংশগ্রহণের চিত্র ছক-২ মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ছক-২ : ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের হার

ব্যাংক	বোর্ড সদস্য (%)	প্রারম্ভিক পর্যায়ে কর্মরত (%)	মধ্যবর্তী পর্যায়ে কর্মরত (%)	উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত (%)	<৩০ বছর (%)	৩০-৫০ বছর (%)	>৫০ বছর (%)	কর্মসংস্থান বদলকৃত (Employee turnover) নারী কর্মকর্তার হার (%)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৮.০০	১৬.১৯	১৬.৭৭	১৫.৭৩	১৭.৪৮	১৭.১৬	১০.৭৯	৩.০২
বিশেষায়িত	০.০০	১৪.৬১	১৫.৫৮	৫.৭৬	১৯.৭৯	১৫.২৮	৯.৩৬	১১.৩৪
বেসরকারী বাণিজ্যিক	১৪.১৬	১৭.২৮	১৫.৪১	৭.০৬	২১.১৩	১৬.০১	৮.৬৩	১৬.৫২
বিদেশী	১৭.৫৪	২৯.৯৯	১৮.১৫	১৩.০৬	৩৯.৬৭	২১.৪৫	৮.৬৮	৩০.০০
সকল ব্যাংক	১৩.৫১	১৭.০৪	১৫.৭৯	৯.৩৬	২০.৯৯	১৬.৩৬	৯.৫৮	১৬.১৬

বিশ্লেষণ :

- জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে বোর্ড সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ১৩.৫১%। তন্মধ্যে বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারী বোর্ড সদস্যের অংশগ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি (১৭.৫৪%); অন্যদিকে আলোচ্য ষান্মাসিকে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নারী বোর্ড সদস্যের অংশগ্রহণ নেই (০.০০%)।
- জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত Gender Equality বিষয়ক বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের (৯.৩৬%) তুলনায় প্রারম্ভিক (১৭.০৪%) ও মধ্যবর্তী (১৫.৭৯%) পর্যায়ে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণের হার বেশি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রারম্ভিক পর্যায়ে বেশি।
- একই সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহে পঞ্চাশোর্ধ নারী কর্মকর্তাদের (৯.৫৮%) চেয়ে অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সী নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর (২০.৯৯%) অংশগ্রহণের হার দ্বিগুণেরও বেশি।
- তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থান বদলের হার (Employee turnover) বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় যে, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে বিদেশী ব্যাংকসমূহে নারীদের কর্মসংস্থান বদলের হার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, বিশেষায়িত ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের নারীদের তুলনায় অনেক বেশি।

২.৩. কর্মক্ষেত্রে Gender Equality নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- সকল তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর রয়েছে;
- সকল তফসিলি ব্যাংকের Sexual harassment prevention/awareness policy রয়েছে;
- সকল তফসিলি ব্যাংক জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে Gender Equality বিষয়ক Awareness training এর আয়োজন করেছে;
- ৩৭টি ব্যাংক (৬০.৬৬%) নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য একক/যৌথভাবে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে; অবশিষ্ট ব্যাংক সমূহের মধ্যে:
- নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ৫৫টি ব্যাংকের (৯০.১৬%) নিজস্ব পরিবহন সুবিধা কার্যকর রয়েছে।

২.৪. চিত্র-৩ অনুযায়ী ষান্মাসিক ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের Gender Equality সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা:

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (৩৩৩৪৬ জন) যা জানুয়ারি-জুন ২০২৩ ষান্মাসিকের (৩২৫৬৭) তুলনায় ৭৩২ জন (২.২০%) বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, এ ষান্মাসিকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সূচকের মান বৃদ্ধি পেলেও নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধা সূচকসমূহের মান জানুয়ারি-জুন ২০২৩ ষান্মাসিকের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র-৩ঃ ষান্মাসিক ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের Gender Equality সমতা সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা

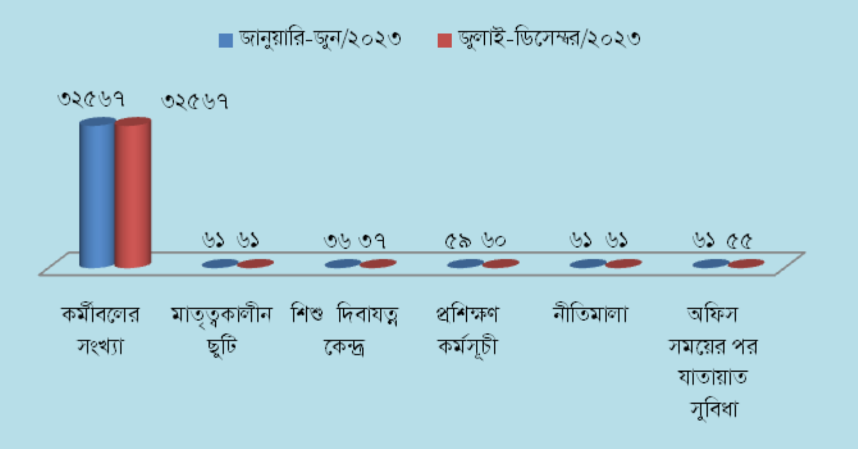

৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের Gender Equality বিষয়ক সূচক :

৩.১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচরীদের সংখ্যা :

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে বাংলাদেশে কার্যরত ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত Gender Equality বিষয়ক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনান্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তুলনামূলক অবস্থান চিত্র-৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

চিত্র-৪: জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মবলের অনুপাত

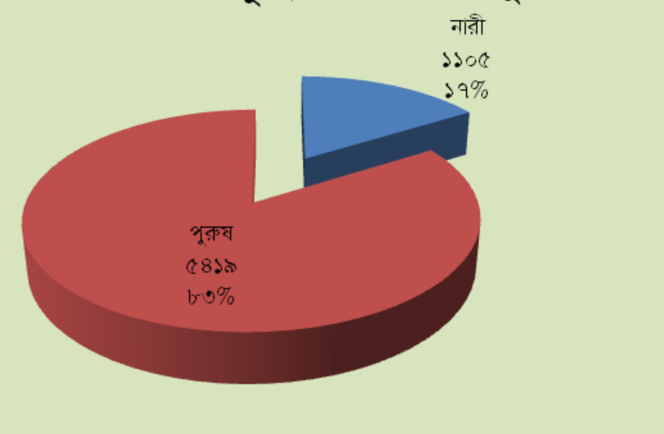

বিশ্লেষণ :

চিত্র-৪ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মোট জনবলের মধ্যে মাত্র ১৭% নারী। অর্থাৎ, আলোচ্য ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুপাত প্রায় ১ ঃ ৫।

৩.২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ:

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তুলনামূলক অংশগ্রহণের চিত্র ছক-৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক-৩ : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের হার

বোর্ড সদস্য (%)	প্রারম্ভিক পর্যায়ে কর্মরত (%)	মধ্যবর্তী পর্যায়ে কর্মরত (%)	উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত (%)	<৩০ বছর (%)	৩০-৫০ বছর (%)	>৫০ বছর (%)	কর্মসংস্থান বদলকৃত নারী কর্মকর্তার হার (%)
১৭.৫১	১৯.২৯	১৪.১৫	৯.১৩	২৮.৮১	১৪.৬৭	৯.২৩	৩৫.১৩

বিশ্লেষণ :

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ভিত্তিক ষান্মাসিক বিবরণী পর্যালোচনায় কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণের হার উচ্চ পর্যায়ের তুলনায় প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে বেশি।
- একই সময়ে পঞ্চাশোর্ধ নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তুলনায় অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সী নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণের হার বেশি।
- এ ষান্মাসিকে বোর্ড সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ কম (১৭.৫১%)।
- অন্যদিকে, নারী কর্মকর্তাদের কর্মসংস্থান বদলের হার বেশী (৩৫.১৩%)।

৩.৩. কর্মক্ষেত্রে Gender Equality নিশ্চিতকল্পে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

- সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করেছে;
- পিপলস্ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (প্রতিষ্ঠানটি ১৪ জুলাই ২০১৯ হতে ১২ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত অবসায়কের অধীনে ছিল) ব্যতীত অপরাপর ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের Sexual Harassment prevention/ awareness policy রয়েছে;
- ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে Gender Equality বিষয়ক Awareness training এর আয়োজন করেছে;
- নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২৭টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহন সুবিধা রয়েছে;
- ৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড, জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড) ব্যতীত অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য একক/যৌথভাবে এখনো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেনি।

৩.৪. চিত্র-৫ অনুযায়ী ষান্মাসিক ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের Gender Equality সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (১১০৫ জন) জানুয়ারি-জুন ২০২৩ ষান্মাসিকের তুলনায় ৬৫ জন (৫.৮৮%) হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া এ ষান্মাসিকে জানুয়ারি-জুন ২০২৩ ষান্মাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন সূ চকের মান বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন সূচকের মান হ্রাস পেয়েছে এবং নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধা সূচকের মান অপরিবর্তিত রয়েছে।

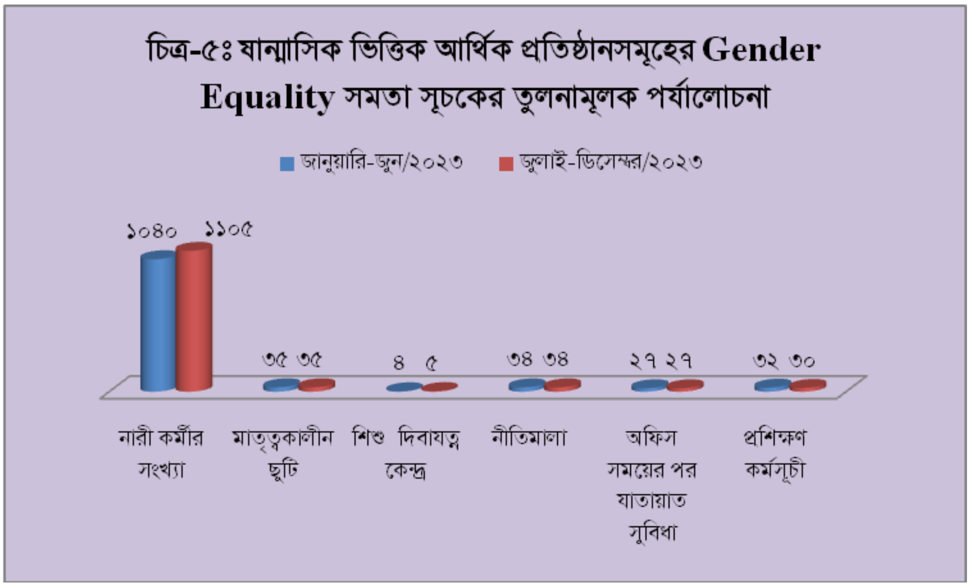

৪. সার্বিক পর্যালোচনা :

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ষান্মাসিকে দেশে কার্যরত ৬১টি তফসিলি ব্যাংক এবং ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ষান্মাসিকভিত্তিক Gender Equality বিষয়ক বিবরণীর পর্যালোচনা নিম্নরূপ :

ক) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বোর্ড সদস্য হিসেবে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণের হার যথাক্রমে ১৩.৫১% ও ১৭.৫১%।

খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ পর্যায়ের চেয়ে প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে বেশি।

গ) বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখ ২৮ মার্চ ২০১৩ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের ২৮ জুলাই ২০১৩ তারিখের ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০৬ অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৬ মাসে উন্নীত করার বিষয়টি সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিপালন করেছে।

ঘ) ৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেনি।

৫. উপসংহার:

লৈঙ্গিক বৈষম্য বিশ্বের সকল সমাজেই বিস্তৃত এবং এর বহিঃপ্রকাশ ও উপস্থাপন বহুমাত্রিক। লৈঙ্গিক সমতা বিধানের মাধ্যমে পরিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চাকুরির অভিজ্ঞতা, আর্থিক অভিগম্যতা বা শিক্ষার সুযোগ সর্ব ক্ষেত্রেই নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। লৈঙ্গিক সমতার সাথে নারীদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এ সমতা বৈশ্বিকভাবে নিশ্চিত করা হলে নারীহত্যা, যৌন হয়রানি, জৈবিক সরলীকরণ, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন ইত্যাদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি সহজতর হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতে Gender Equality ও নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্বারোপ করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ষান্মাসিক ভিত্তিক Gender Equality বিষয়ক সূচক পর্যালোচনাপূর্বক তদারকি অব্যাহত রেখেছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করছে।